

## নাঙ্গলকোট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য

■ নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) সংবাদদাতা  
নাঙ্গলকোটে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক সংকটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে সদ্য জাতীয়করণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এছাড়া ২০১৪ সালে বিদ্যালয়বিহীন ১৫শ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চারটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি না করায় অন্য বিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে শিক্ষক দিয়ে দায়সারাবে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষক সংকটে মানসম্মত পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

উপজেলার ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং একশ ৪১টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। গত প্রায় ছয় বছর যাবৎ নিয়োগ বন্ধ থাকায় এবং শিক্ষকদের বদলিজনিত কারণেও অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলার প্রায় ১০/১২টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র দুই থেকে তিনজন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসলে তখন মাত্র দুইজন অথবা একজন শিক্ষক দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ বায়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাকিহাটি সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর শাকতলী উত্তরপাড়া সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১০/১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র দুই থেকে তিনজন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নবীর উদ্দিন বলেন, প্রধান শিক্ষক ছাড়া বিদ্যালয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য পদোন্নতির মাধ্যমে প্রক্রিয়া চলছে। আশা করি অচিরেই পদোন্নতির মাধ্যমে পদোন্নতিযোগ্য পদগুলো পূরণ করা হবে এবং সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেও সংরক্ষিত প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ অচিরেই পূরণ করা জরুরি। তাছাড়া সহকারী শিক্ষকের একশ ৪১টি শূন্য পদ অচিরেই পূরণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত কঠিন হয়ে পড়বে।

ব্যানবেইস  
পরিচালকের কার্যালয়

প্রাপ্তি নং.....

তারিখ.....

টীকা: বরিশৎ-১৩৩৬ বিজ্ঞান

চীফ, ডি.এল.পি ভি.সি.গ

সি.এস.এম.এন.জি.ই

নির্দেশ- ক্যান্সেলার

প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পি.এ.

কার্যার্থে/জ্ঞা.তার্থে

স্বাক্ষর